কার্পাসডাঙ্গায় নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামে আনছার ট্রেডার্স ও আক্তার ট্রেডার্স নামের দুই সার বিক্রেতার বিরুদ্ধে সরকার নির্ধারিত মূল্যর তোয়াক্কা না করে আরো বেশী মূল্যে ইউরিয়া ও রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, ছাতিয়ান তলা গ্রামে আনছার ট্রেডার্সের মালিক সার ও কীটনাশক বিক্রেতা মিয়ারুল কোন প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই অবৈধভাবে সরকারী মূল্যর কোন তোয়াক্কা না করে ইউরিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক সারে কেজি প্রতি ৩ থেকে ৪ টাকা বেশী নিয়ে বিক্রি করছেন। অপরদিকে আক্তার ট্রেডার্সের মালিক আক্তারুলও লাইসেন্স ছাড়া হরহামেশাই ইউরিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক সার বিক্রি করছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ আনছার ট্রেডার্সের সত্তাধিকারী মিয়ারুল যেনো খুবই বেপরোয়া। সে কারো কোন কিছু তোয়াক্কা করেনা। ইচ্ছেমত গলা কাটা দামে চাষীদের ঠকিয়ে তাদের সাথে চরম প্রতারনা করে বেশী দামে সার বিক্রি করে মুনাফা লুটছে।

আর রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গিয়ে দোতলা বাড়ি সহ অঢেল টাকার মালিক বনে গেছে। এ বিষয়ে মিয়ারুলের সাথে কথা বললে তিনি আমতা আমতা করে দাম বেশী নেবার কথা অকপটে স্বীকার করেন।এ বিষয়ে আক্তারুলের সাথে কথা বললে তিনি জানান কেজি প্রতি ১ টাকা বেশী নেন তিনি।গাড়ি ভাড়া পড়ে একটু বেশী তাই ১ টাকা বেশী নিতে হয়।

স্থানীয় চাষীরা জানান সরকার যেখানে চাষীদের বাঁচাতে সারে প্রচুর পরিমান টাকা ভূর্তুকি দিচ্ছে সেখানে মিয়ারুলের ব্যাবসায়ীদের কারনে কৃষকরা চরম লোকসানের মুখে পড়ছে ও চরম ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তারা জানান দ্রুত এর প্রতিকার না মিললে প্রয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় বিজ্ঞ জেলা প্রশাসক সহ উদ্ধতন কর্মকর্তাদের দ্বারস্থ হবো তবুও এর একটা বিহিত চাই।অবৈধ এসব মুনাফালোভীদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচাতে মিয়ারুল ও আক্তারুলের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক ব্যাবস্থা নিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ

সচেতন মহল।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের সাথে কথা বললে তিনি জানান এ ধরনের অভিযোগ পেলে সরকারী নির্ধারিত মূল্যের চাইতে যে বেশী দাম নেবে তার বিরুদ্ধে আমরা সাথে সাথে ব্যাবস্থা নেবো। এদের কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবেনা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সাথে কথা বললে তিনি জানান এ বিষয়ে তদন্ত করে যদি সত্যতা পাওয়া যায় তবে অবশ্যই আমরা কঠোর আইনগত ব্যাবস্থা নেবো। কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবেনা।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন

“দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব” গঠন হয়েছে। উপজেলার সবধরনের পত্রপত্রিকার নিয়মিত সাংবাদিকদের নিয়ে এই প্রেসক্লাব গঠিত।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের বঙ্গবন্ধু মুরালের পাদদেশে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট “দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব” গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হয় দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয় দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি হাবিবুর রহমান হাবিব।

এসময় নবনির্বাচিত “দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের” সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন বলেন, আমাদের এটা “দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব”। এখানে সবাই সদস্য হতে পারবেন। কোন প্রেসক্লাবের সদস্য থাকলেও এখানে সদস্য হওয়া যাবে। তাতে পূর্বের কোন সংগঠন থেকে অব্যাহতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা “দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব”। দামুড়হুদায় আমাদের একটা উপজেলা শহর আছে। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমাদের কাছে এই উপজেলা খুবই গুরুত্ব বহন করে। আমাদের পাশেই দর্শনা। অনেক বড় সরকারি স্থাপনা থাকা সত্ত্বেও

দর্শনা তে কোন উপজেলা নেই। দুইটি থানা নিয়ে গঠিত এই উপজেলা। আমরা কিছু নিয়মিত কলম সৈনিক প্রেসক্লাব করেছি এই উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য।

উপজেলার সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্হাপনার এবং সব ধরনের সংবাদ প্রচারের জন্যই মূলত এই প্রেসক্লাব। সব ধরনের সংবাদ প্রচারের জন্য আমাদের তথ্যদিন। আমাদের এই উপজেলায় বিভিন্ন প্রেসক্লাব আছে। কিন্তু কোন উপজেলা প্রেসক্লাব নেই। তাই আমরা এর নাম দিয়েছি “দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব”। এখানে সব প্রেস ক্লাবের সদস্যই দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের” সদস্য হতে পারবেন। এই প্রেসক্লাব স্বাধীন। যারা উপজেলায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত “কলম সৈনিকের” কাজ করছেন, সাংবাদিকতা করছেন, তারা আমাদের এখানে “দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাব” পড়িবারের সদস্য হতে পারেন। সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই এই প্রেসক্লাব গঠিত। আমাদের এখানে উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাংবাদিকদের নিয়ে এই প্রেসক্লাব গঠন করা হয়েছে। আমাদের এই প্রেসক্লাবের সরকারি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াধীন। যাতে সরকারের নিয়মকানুন অনুযায়ী সব কাজ সংঘটিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, “দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি বণি ইয়ামিন, সহ-সভাপতি হায়দার আলী,যুগ্ম সম্পাদক শেখ হাতেম, সহ সম্পাদক শিমুল রেজা, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহাম্মেদ,দপ্তর সম্পাদক রবিউল ইসলাম বাবু, সহদপ্তর সম্পাদক ইমরান হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মশিউর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আসহাবুল আলম, আইন বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন সহ দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযুক্ত

গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ৪ বছরের শিশু ধর্ষণের চেষ্টায় মোজাম্মেল মন্ডল (৬৫) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪ টায় উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে এঘটনাটি ঘটে।

অভিযুক্ত মোজাম্মেল মন্ডল (৬৫) আসাননগর গ্রামের মৃত মকেল আলী মন্ডলের ছেলে। এঘটনায় শিশুটির পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় এজাহার দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো. সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এজাহার সূত্রে জানায়, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ের ৪ টার দিকে শিশুটি বাড়ির পাশে খেলা করছিলো। খেলার সুযোগে সম্পর্কে দাদা তার বাড়ি ফাঁকা থাকায় ওই শিশুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। শিশুর খোঁজ না মিললে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করে। এসুযোগে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরিবারের লোকজন খুঁজতে গেলে মোজাম্মেলের বাড়িতে ধর্ষণের চেস্টার ঘটনাটি দেখতে পায়। এসময় তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসে। শিশুটির পরিবারের লোকজন আলমডাঙ্গা লিখিত অভিযোগে দিলে থানা পুলিশ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টায় আটক করে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

শিশুরটির মা জানায়, ‘ আমি ও প্রতিবেশীরা বাড়ি বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ মেয়ের খোঁজ পাচ্ছিলাম না’ । মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে মোজাম্মেলের বাড়িতে গেলে সে ধর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছিলো। চিৎকার দিলে স্থানীয়রা ছুঁটে আসে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো.সাইফুল ইসলাম জানায়- খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত মোজাম্মেলকে আটক করেছে পুলিশ। রাতেই এজাহার দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান ওসি।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বসন্ত বরণ উপলক্ষে র্যালি

এসে গেছে বসন্ত ১৪২৯ বঙ্গাব্দ এই প্রতিপাদ্য চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ বসন্ত বরণ ১৪২৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের আয়োজনে বসন্ত বরণ উপলক্ষে র্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ এর সভাপতিত্বে র্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রসেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের কাছে বাসন্তী আমেজ খুবই সমাদৃত। বসন্ত আমাদের জীবন রাঙিয়ে দিয়ে যায়। বসন্তের চমৎকার আবহাওয়া ও প্রকৃতির নব সাজ আমাদেরকে উল্লসিত ও উৎফুল্ল করে। বসন্তের মধ্যদিয়ে আমরা যেনো জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করি। আপনারা সবাই জানেন ফুল ফোঁটে বনে তার শিহরণ লাগে আমাদের মনে। বসন্ত এমনই সুন্দর ও সৌন্দর্যম-◌িত ঋতু।

বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, সহযোগী অধ্যাপক মারুফা ইয়াছমিন, প্রভাষক আসাদ জামান, আজিম হোসেন সহ চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রছাএী বৃন্দ।

খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ চুয়াডাঙ্গা সদর থানার মাহাব্বুর রহমান

খুলনা রেঞ্জের ১০ জেলার ৬৪ টি থানার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হলেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মাহব্বুর রহমান কাজল।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে দশটার সময় খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মইনুল হক, বিপিএম(বার) পিপিএম সভাপতিত্বে জানুয়ারি /২৩ মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

উক্ত সভায় ওয়ারেন্ট তামিল, মাদকদ্রব্য উদ্ধার,আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, মামলা নিষ্পত্তি সহ চুয়াডাঙ্গা সদর থানার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহাব্বুর রহমান কাজল কে খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাহব্বুর রহমান কাজল তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর থানার সকল অফিসার ফোর্স সহ জেলার সকল পুলিশ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা বাসী ও সকল শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দালালের খপ্পরে পড়ে যুবক তাহাজুল সৌদি আরবে নিখোঁজ

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ভিটেবাড়ি বন্ধক রেখে ছেলেকে পাঠান সৌদি আরব, তাহাজুল ইসলাম বিদেশে পৌঁছানোর পর বুঝতে পারেন প্রতারকের খপ্পরে পড়েছেন দরিদ্র দিনমজুর জিন্নাত

আলী। বসতঘরটিও হারিয়ে ঠাঁই তখন গোয়াল ঘরে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা নুরিতলা পাড়া’র জিন্নাত আলী প্রতারকের খপ্পরে পড়ে ছেলেকে সৌদি আরব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। পীরপুরকুল্লা গ্রামের হানু আলীর ছেলে আদম ব্যাপারী দালাল রফিকুল ইসলাম এর সঙ্গে ৫ লাখ ৮০, হাজার টাকায় চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা জোগাড় করতে বন্দক রাখেন জমি। ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা তুলে দেন আদম ব্যাপারী দালাল রফিকুল ইসলাম হাতে গত (২১এপ্রিল) ২০২২ তারিখে তাহাজুল ইসলামকে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দেয়। সৌদি আরবে যাওয়ার পরে এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন সময় পরিবারের সাথে তাহাজুল ইসলাম এর কথা হয়। তার পর থেকে কোনো খোঁজ নেই। এ নিয়ে পরিবারের লোকজন আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন।স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকবার সালিশী বৈঠকেও মেলেনি সমাধান জানান ভুক্তভোগী বাবা জিন্নাত আলী।

তাহাজুল ইসলামের স্ত্রী মাবিয়া খাতুন বুঝতে পারার পর প্রতারণার ঘটনাটি জানানো হয় গ্রামের মুরুব্বীদের। তবে সালিশী বৈঠকেও মিললো না সমাধান। উল্টো দালালের পক্ষ থেকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছিল পরিবারটিকে। নিখোঁজ স্বামী ও টাকা ফিরে পেতে অবশেষে বিজ্ঞ আদালতে মামলা ও থানায় জিডি নং ৭২। ও বিষয়টি মৌখিকভাবে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাসকে অবগত করা হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী পরিবার।

বর্তমানে পরিবারটি সর্বস্বান্ত বিষয়টির প্রতি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সু-দৃষ্টি কামনা করেছে বিপদগ্রস্ত তাহাজুলের পরিবার। তাহাজুল ইসলামের পিতা জিন্নাত আলী জানান, দালালচক্র যে কোম্পানীর মাধ্যমে আমার ছেলেকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে ওখানে সে কোম্পানীর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়; জাল ভিসার কারণে আকামা লাগানো যাচ্ছে না বলে আমার ছেলে আমাকে বলেছিলো, তার পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ মাস যাবত আমার ছেলের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারছি না একমাত্র আল্লাহ জানে আমার ছেলে বেঁচে আছে কিনা মরে গেছে।

এসব দালালদের খপ্পরে পড়ে আমার ছেলের মতো এলাকার অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে । এসব দালালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আমার ছেলের মতো অনেকেই প্রতারিত হয়ে সর্বস্ব হারাবে। রফিকুল ইসলামের মতো দালালদের মুখোশ উন্মোচন হওয়া দরকার। যাতে করে আমার ছেলের মতো আর কেউ প্রতারণার শিকার না হয়।

তবে অভিযুক্ত রফিকুল ইসলামের মুঠোফোনে বারবার ফোন দিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

দামুড়হুদা জয়রামপুরে তিন প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা জয়রামপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে মল্লিক ফার্মেসি সহ তিন প্রতিষ্ঠানকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামে ভোক্তা অধিকার এর অভিযান পরিচালনা হয়।

ভোক্তা অধিকার অভিযান পরিচালনা করেন সজল আহমেদ সহকারী পরিচালক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা। দুপুর একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালিত হয়। জয়রামপুর স্টেশন বাজার মল্লিক ফার্মেসিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ এর জন্য ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পার্শ্ববর্তী মুদি দোকান আকবর আলী স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমল পানি ফ্রেস গুগলি এর জন্য ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আরো একটি কীটনাশক ও ফাস্টফুড এর যৌথ দোকান নজরুল স্টোরে মেয়াদ উত্তীর্ণ কমল পানি ফ্রিজ আপ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ বিস্কুট পাওয়ায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ বিষয়ে সজল আহমেদ বলেন, আমরা জরিমানা করার জন্য আসিনা। আমরা সাধারণ মানুষের অধিকার ও মানুষকে সচেতন করার জন্য এসেছি। আপনারা মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য কেনাবেচা থেকে বিরত থাকুন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে ব্যবসা করবেন। আপনাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবেন। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে পিঠা উৎসব পালিত

জীবননগরে বসন্ত বরণ উপলক্ষে পিঠা উৎসব পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয়ের মাঠে দিন ব্যাপী এ পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

আন্দুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,উপজেলার এ্যাকাডেমিক সুপার ভাইজার আব্দুর জব্বার, সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ ,নারায়ন ভৌমিক,মামুন,এ.আর ডাবলু প্রমুখ।উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন আন্দুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলী হোসেন।

দামুড়হুদায় ভুট্টাগাছ মরে যাওয়ায় হতাশাগ্রস্থ কৃষকরা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কুমারীদহ গ্রামের মাঠে ভুট্টাগাছ মরে যাওয়াই হতাশ ভুট্টা চাষীরা। সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির।

গত কয়েক বছরের তুলনায় উপজেলায় এ বছর ভুট্টার চাষ অনেক বেশি হয়েছে। ভুট্টা বাংলাদেশের একটি অর্থকারী ফসল। অধিক লাভের আশায় উপজেলায় এবার ভুট্টার চাষ বেড়েছে। ভুট্টার বীজ রোপনের সাথে সাথে কৃষক বুনেছে তার স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন যেন হয়ে যাচ্ছে দুঃস্বপ্ন।

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কুমারীদহ মাঠে হঠাৎ ভুট্টা গাছ মারে যাচ্ছে। এতে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে ভুট্টা চাষীরা। মাঠের প্রায় ১০ থেকে ১২ বিঘা ভুট্টাগাছ মরেযাচ্ছে।

এ বিষয়ে কুমারীদহর কৃষক ইলিয়াস হোসাইন এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বেশ কিছুদিন আগে আমার জমিতে কয়েকটি গাছ মরতে দেখা গিয়েছে। আমরা সাধারণভাবে ধারণা করি, গাছগুলো উইপোকায় মেরে দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। তারপরে দেখা যায় আমার ১৫ কাঠা জমির সম্পূর্ণ ভুট্টাগাছ ধীরে ধীরে মরে যায়। ভুট্টার এই মৌসুমে আমাদের এখানে গাছ মরে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানে রোপন করা হয়েছিল, হাসান ৫৫, মন্ডল, পাইনিয়ার এর ৩৩৫৫ জাতের ভুট্টা।

তিনি আরো বলেন একই গ্রামের ইমান আলীর ১.৫ বিঘা, আব্দুস সাত্তার এর ১৫ কাঠা, মহাসিন এর ১৫ কাঠা, আরিফুল ১ বিঘা, জয়রামপুর হাজীপাড়া মুক্তির ১ বিঘা, আতর আলীর ১৫ কাঠা জমির ভুট্টা মারা গেছে। এছাড়াও অনেক জনের ভুট্টা গাছ ধীরে ধীরে মরতে শুরু করেছে। আনুমানিকভাবে বলা যায় ৮ থেকে ১০ বিঘা জমির ভুট্টাগাছ মরে গিয়েছে। এছাড়াও মাঠের অধিকাংশ জমির ভুট্টা মরতে শুরু করেছে।

এবিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আমি সরজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এমন ঘটনা বিরল। সাধারণত এই সমস্যা হয়েছে ছত্রাক থেকে গাছের গোরার শিকড় নষ্ট হয়ে যাই। জমিতে একই ফসল বারবার ফালানোর কারণে জমিতে ছত্রাকের পরিমাণ আধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাই এবং তাতে ভুট্টা গাছের সহনশীলতার বাইরে চলে যাই,ফলে গাছ মারা যাই। বার বারবার একই ফসল ফলানোর কারণে অধিক মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় এর ফলেও সমস্যা হয় এবং ফসলে প্যাথেজিন থেকে যাই। মূলত নিউট্রিয়ানডিসেটেন্সি এবং প্যাথেজিন বিউটি পার্লার কারণেই এমন হয়।

তিনি আরো বলেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলব মাটির পরীক্ষা করব। মূলত আসলেই কি কারণে এমন হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা মাটি পরীক্ষা করলে বুঝা যাবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া বর্তমান যে জমিগুলোতে ভুট্টা গাছ এখনো সুস্থ আছে এসব জমিতে ছত্রাক নাশক স্প্রে করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।

দামুড়হুদা ইউনিয়ন লোকমোর্চার ভাতা যাচাই-বাছাই কমিটিতে যুক্তকরণ সভা

দামুড়হুদা ইউনিয়ন লোকমোর্চার লবিং ও এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতা যাচাই-বাছাই কমিটিতে লোকমোর্চার প্রতিনিধি যুক্তকরণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানের অফিস কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচির আওতায় সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সহসভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন। এসময় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মো হযরত আলী ।

এসময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান, দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার লিয়াকত আলী জোয়ার্দার, দামুড়হুদা উপজেলা লোকমোর্চার নির্বাহী সদস্য মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, দামুড়হুদা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সহসভাপতি জোনাব আলী, দামুড়হুদা ইউনিয়ন লোকমোর্চার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী ইছা খাঁ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক হাসিনা খাতুন। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার সামসুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, মহিলা মেম্বার শাহানাজ খাতুন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাংগঠনিক সম্পাদক ইকরামুল হক, সদস্য আ:খালেক ও সাইদুর রহমান টোকন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে, চেয়ারম্যান মো হযরত আলী লোকমোর্চার প্রতিনিধিদের ভাতা প্রদান যাচাই-বাছাই কমিটিতে যুক্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এসময় তিনি আরও বলেন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি-সম্পাদক বেশ কয়েকটি সভায় অনুপস্থিত যা পরপর কয়েকটি সভায় বক্তারা উল্লেখ করে বক্তব্য রেখেছেন। যার

ফলে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। লোকমোর্চার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আগামী সভায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।